সংবাদ

তারিখ ... 4 FEB 2009

পৃষ্ঠা ... ১২ ... ৫

# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

[illegible]

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন একটি সেবাধর্মী এবং প্রধানত: শিক্ষাবান্ধব প্রতিষ্ঠান। মরহুম নূর আহমদ চেয়ারম্যান ও মরহুম বাদশা মিয়া চৌধুরীর শিক্ষা প্রসার-প্রয়াসের ধারাবাহিকতায় এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। তাঁদেরই সুযোগ্য উত্তরসূরি আলহাজ্ব এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরী মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর ১৯৯৪ থেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা কার্যক্রমে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। তিনি নগরীর ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা দানের জন্য অনগ্রসর স্কুলসমূহকে কর্পোরেশনভুক্ত করেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে ৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছে ৩৫ হাজার ৬শত ৮৮ জন ছাত্র-ছাত্রী। এই সকল প্রতিষ্ঠানের নাম ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

## মাধ্যমিক বিদ্যালয়

০১) পশ্চিম মাদারবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়-৪২০
০২) পূর্ব মাদারবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়-৫০০
০৩) পাঠানটুলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়-৪২০
০৪) পাঠানটুলী খান সাহেব বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়-৪৩০
০৫) গোসাইলডাঙ্গা কে.বি. দোভাষ বালিকা-৩২০
০৬) পূর্ব বাকলিয়া বালিকা-৫০০
০৭) আলকরণ বালিকা-৪০০
০৮) বলুয়াদীঘি বালিকা-৮০০
০৯) পাথরঘাটা মেনকা বালিকা-৩০০
১০) কুসুমকুমারী বালিকা-১০০০
১১) অপর্ণাচরণ বালিকা-৯৫০
১২) গুল-এজহার বালিকা-৬০০
১৩) কৃষ্ণকুমারী বালিকা-৬০০
১৪) ফিরোজ শাহ বালিকা-৩০০
১৫) বাগমনিরাম সিরাজ্জা খাতুন বালিকা-৫২০
১৬) কাট্টলী বালিকা-৩৬০
১৭) হালিশহর আহমদ মিয়া বালিকা-৬০০
১৮) হালিশহর মহব্বত আলী বালিকা-৭২০
১৯) পাঁচলাইশ বালিকা-৪২০
২০) ইমারাতুন্নেছা বালিকা-৩৭০
২১) ফতেয়াবাদ বহুমুখী বালিকা-৬৫০
২২) ফতেয়াবাদ শৈলবালা বালিকা-৩১০
২৩) শহীদ নগর বালিকা-৩৮০
২৪) পাঠানটুলী বালক বিদ্যালয়-৫৫০
২৫) পোস্তারপাড় বালক বিদ্যালয়-৪৪৩
২৬) কদম মোবারক বালক বিদ্যালয়-৪২০
২৭) লামাবাজার বালক বিদ্যালয়-৮৬০
২৮) আলকরণ বালক-৩৫০
২৯) বাগমনিরাম বালক-৫৩০
৩০) চরচাকতাইল বিদ্যালয়-৬০০
৩১) ছালেহ জহুর বিদ্যালয়-৫০০
৩২) রেলওয়ে হাসপাতাল কলোনী বিদ্যালয়-৭০০
৩৩) দক্ষিণ পতেঙ্গা বিদ্যালয়-৩৬০
৩৪) হাজী আবদুল আলী বিদ্যালয়-৪৫০
৩৫) জুলেখা আমিনুর রহমান বিদ্যালয়-৩১০
৩৬) হোসেন আহমদ চৌধুরী বিদ্যালয়-৪৬০
৩৭) ভোলানাথ মনোরমা বিদ্যালয়-২৫০
৩৮) জহুর আহমদ চৌধুরী প্রাইমারী স্কুল-৩৩০

## [illegible]

০১) পোস্তারপাড় আছমা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ-৮২০
০২) পতেঙ্গা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ-৮৭০
০৩) কাপাসগোলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও মহিলা কলেজ-২৭০০
০৪) সরাইপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ-১৩০০
০৫) কুলগাঁও স্কুল ও কলেজ-১৪৫০
০৬) আয়ুব বিবি স্কুল ও কলেজ-৬৫০
০৭) প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি কলেজ-২৫০
০৮) ভরিনা মফজল কলেজ-৫৫০
০৯) কুয়াইশ বুড়িশ্চর ডিগ্রি কলেজ-১১০০

## [illegible]

০১) সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়-৫০০০

## [illegible]

০১) পাঁচলাইশ কিন্ডারগার্টেন-২০০
০২) ছালেহ জহুর কিন্ডারগার্টেন-২৩০
০৩) পূর্ব বাকলিয়া কিন্ডারগার্টেন-১৫০
০৪) সরাইপাড়া কিন্ডারগার্টেন-২৫০
০৫) ইমারাতুন্নেছা কিন্ডারগার্টেন-২৫০
০৬) উত্তর আগ্রাবাদ কিন্ডারগার্টেন-৩০০

## [illegible]

০১) কম্পিউটার ইনস্টিটিউট-৪৫০
০২) রহমতগঞ্জ কম্পিউটার ক্যাম্পাস-১০০
০৩) কাপাসগোলা কম্পিউটার ক্যাম্পাস-৪৫
০৪) সরাইপাড়া কম্পিউটার ক্যাম্পাস-৪০

চট্টগ্রাম নগরীর মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের আর্থিকভাবে পুরস্কৃত ও সনদপত্র এবং মেয়র বৃত্তি প্রদান করা হতো। গত বছর এ কার্যক্রম স্থগিত ছিল। গত শিক্ষাবর্ষসহ এবার জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৬,৫০৫ জনকে ৪ হাজার ও ২ হাজার টাকা করে আনুষ্ঠানিকভাবে আর্থিক পুরস্কার ও সনদপত্র এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্ত স্কুলসমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাফল্যের আনুপাতিক হারে পুরস্কৃত করা হবে।

বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপর্ণাচরণ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কৃষ্ণকুমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৬শত ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান দু'টিতে শিক্ষার মান দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রীদের সংখ্যা ক্রমাগত বর্ধমান। এই দু'টি প্রতিষ্ঠান নগরীর গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম এলাকায় অবস্থিত। দীর্ঘদিন ধরে সময়ের সঙ্গে সংগতি রেখে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়নি, যে কারণে এখানে সুষ্ঠু শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছিল। এই দু'টি প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামোগত উন্নয়নের স্বার্থে প্রস্তাবিত বহুতল ভবনের প্রথম তলা ১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ সম্পন্ন হলে সেখানে ক্লাস পরিচালনা ও শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হবে। পরবর্তী ফ্লোরসমূহ ধাপে ধাপে নির্মিত হলে সেখানেও পর্যায়ক্রমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

প্রস্তাবিত এই শিক্ষা ভবনের নকশায় ২টি বেসমেন্টে কার পার্কিং, ফ্লোর, গ্রাউন্ড ফ্লোরে অডিটোরিয়াম, এসেম্বলী হল ও লাইব্রেরী, আইটি ভিলেজ, সাংস্কৃতিক সেন্টার এবং দ্বিতীয় তলা থেকে অন্যান্য তলায় শ্রেণীকক্ষ, টিচার্স কমনরুম, প্রশাসনিক কার্যালয়, শিক্ষার্থীদের জন্য ইনডোর স্পোর্টস সেন্টার, ক্যান্টিন ও কমনরুমসহ অন্যান্য শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে। এর ফলে এই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রমবর্ধমান নগরবাসীর চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে এবং দ্বিগুণেরও বেশি শিক্ষার্থী পাঠ গ্রহণের সুযোগ পাবে। এছাড়া অদূর ভবিষ্যতে এখানে ছাত্রীদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী কলেজ এবং মহিলাদের জন্য কম্পিউটারসহ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাই কৃষ্ণকুমারী ও অপর্ণাচরণ স্কুলকে প্রস্তাবিত নতুন ভবনে স্থানান্তরিত করে ভবিষ্যতে একটি শিক্ষাবান্ধব বহুমাত্রিক কমপ্লেক্স গড়ে তোলার এই মহতী পরিকল্পনা এখন বাস্তবায়নের পথে এবং দু'বছর আগে থেকেই এর কাজ শুরু হয়ে গেছে।

চট্টগ্রাম ব্যবসা ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এক সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যে মেধার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতো। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে এখানে শিক্ষার আলো ছড়িয়েছেন মরহুম নূর আহমদ চেয়ারম্যান ও মরহুম বাদশা মিয়া চৌধুরীর মত গুণী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব। তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে সুযোগ্য মেয়র আলহাজ্ব এ. বি. এম মহিউদ্দিন চৌধুরী শিক্ষা ক্ষেত্রে নগরীতে অবকাঠামোগত উন্নয়নে জোয়ার সৃষ্টি করেছেন। দেশের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ অধ্যক্ষবৃন্দকে চলমান শিক্ষা কার্যক্রমে নিযুক্ত করে তাঁদের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে নগরীতে শিক্ষার মানোন্নয়নে অভাবনীয় উন্নয়ন সাধন করেছেন।

লক্ষণীয় যে, একটি উন্নয়ন প্রতিবন্ধক শক্তি ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে মত্ত হয়ে নানান বিভ্রান্তির জাল বিস্তার করে চলেছে। শিক্ষার মত একটি পবিত্র বিষয়কে নিয়ে তাদের হীনম্মন্যতা অকল্পনীয় মাত্রায় পৌঁছেছে। এতকিছুর পরেও একটি সৎ উদ্যোগকে মিথ্যা দিয়ে কখনো ঢেকে রাখা যাবে না। তাই এই মহতী উদ্যোগ-অপর্ণাচরণ ও কৃষ্ণকুমারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের বহুতল ভবন ও শিক্ষাবান্ধব কমপ্লেক্স বাস্তবায়নে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন অঙ্গীকারাবদ্ধ। অতএব এ মহতী উদ্যোগে চাই সবার আন্তরিক সহযোগিতা।

প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

চসিক/জস-৩৮/২০০৯
সি-৪১৩ (১২×৩)